অধিদপ্তরভুক্ত বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি দপ্তর/সংস্থার গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগারিক/সহকারী গ্রন্থাগারিকদের আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অধিদপ্তরের প্রফেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম

একনজরে জাতীয় আরকাইভসের রেকর্ডস

জাতীয় আরকাইভসের সংগ্রহশালায় বর্তমানে প্রায় ৫ কোটি পৃষ্ঠা নথি সংরক্ষিত আছে। নথির এ সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নথিপত্রের নাম উল্লেখ করা হলো:

- জেলা রেকর্ডস (১৭৬০-১৯০০);
- প্রিন্টেড প্রসেডিংস/'এ', প্রসেডিংস (১৮৫৯-১৯৫৫);
- উডেন বান্ডেল 'এ','বি' এবং 'সি' ক্যাটাগরির নথি (১৮৫৮-১৯৬৪);
- বিভাগীয় কমিশনার রেকর্ডস (১৮৯৯-১৯৬০);
- Proceedings of the Legislative Council of India (1856-1861);
- Proceedings of the Council of the Bengal Govt. 1865;
- Proceedings of the Council of the Lieutenant Governor of Bengal (1870-1910);
- Proceedings of the Bengal Legislative Council & Legislative Assembly 1937-1948 (Proceedings and Debates);
- East Bengal Legislature (1949-1953);
- East Pakistan Assembly Proceedings (1956-1957);
- East Pakistan Provincial Assembly Proceedings (1958-1967);
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক-১৯৭৩ সালের ০১টি সংখ্যা এবং ১৯৭৯-২০০৬ পর্যন্ত;
- গেজেট (১৮৩২-অদ্যাবধি);
- বিভাগ, জেলা, পরগণা ম্যাপ (১৭৭৮-১৯৬৭);
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নথিপত্র (১৯৭১-১৯৯৫);
- ঢাকা কালেক্টরেট রেকর্ডস (১৭৮১-১৯৩৮);
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নথিপত্র (১৯৭৩-২০০১);
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পাদিত সাংস্কৃতিক চুক্তি;
- অধুনালুপ্ত ১২টি ছিটমহল হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার রায়ের কপি;
- Emperor vs Masterda Surya Kumar Sen মামলার রায়ের কপি;
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নথিপত্র ;
- International Crimes (Tribunals) Act, 1973 এর আওতায় হত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার সংক্রান্ত রায়ের কপি;

- ১৮৫৭ সালে পাবনা জেলায় সংঘটিত নীল বিদ্রোহের নথি;
- দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত নথি (১৮৭৮-১৮৯৯);
- ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের নথি;
- জাতীয় সংসদ কমপ্লেক্স এর স্থাপত্য নকশা।

জাতীয় আরকাইভস উপদেষ্টা পরিষদের ৫৩তম সভা।

মহাপরিচালক কর্তৃক প্রাপ্ত আর্কাইভাল রেকর্ডস গ্রহণ।

একনজরে জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ

কপিরাইট আইনে সংগৃহীত মৌলিক ও সৃজনশীল প্রকাশনা, পত্রপত্রিকা ও তথ্যসামগ্রী জাতীয় গ্রন্থাগারের মূল সংগ্রহ। এছাড়া ক্রয়ের মাধ্যমে বিশ্বমানের পুস্তকাদি ও দানকৃত মানসম্মত প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ করা হয়। বর্তমানে এর সংগ্রহ সংখ্যা প্রায় ৫.৫ লক্ষ টি।

দুষ্প্রাপ্য ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই

- আলালের ঘরের দুলাল - শ্রী টেকচাঁদ ঠাকুর, ১২৬৫ বঙ্গাব্দ;
- ময়মনসিংহের বিবরণ - কেদারনাথ মজুমদার, ১৯০৭ খ্রি.;
- রাজবালা - রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ;
- বঙ্গদেশের বিশেষ বিবরণ - শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ১৯০২ খ্রি.;
- নব চরিত - রজনীকান্ত গুপ্ত, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ;
- ইউছুফ জুলেখা;
- হাতে লেখা পবিত্র কোরআন শরিফ, ১৭৫২ খ্রি.;
- Glimpeses of Bengal - A Claude Campbell;
- Nakshi Kantha of Bengal - Sila Basak;
- Linguistic Survey of India.

সংবাদপত্র/সাময়িকী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ

- দৈনিক সংবাদপত্র (বাংলা)-----১০৩ শিরোনামের (১৯৬১ থেকে);
- দৈনিক সংবাদপত্র (ইংরেজি)--৩১ টি শিরোনামের (১৯৫৭ থেকে);
- সাময়িকী (বাংলা) -------- ১৫০ টি শিরোনামের (১৯৭২ থেকে);
- সাময়িকী (ইংরেজি) ------- ০৮ টি শিরোনামের (১৯৯১ থেকে);
- ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (পুরাতন)--৩০৯ টি শিরোনামের (১৮৭৮ থেকে);
- ম্যাপ (বিভিন্ন শিরোনামের) ------- ১,৭০০ টি (১৮৯২ থেকে);
- মাইক্রোফিল্ম রোল/মাইক্রোফিস-----১,৫৫৯ টি (১৮৭৫ থেকে);
- নিউজ ক্লিপিংস (৩,০০০ শিরোনামের)--৩১ বান্ডিল (১৯৭১ থেকে);
- কলকাতা গেজেট (১৮৬১ থেকে);
- দুর্লভ বই-পুস্তকের পাণ্ডুলিপি;
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এর ব্যক্তিগত সংগ্রহ;
- বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত সংগ্রহ;
- টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী নবাবের গ্রন্থাগার সংগ্রহ।

ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

তথ্যের স্থায়ী সংরক্ষণ ও অনলাইন তথ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আরকাইভ ডকুমেন্ট স্ক্যান করে সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় আরকাইভসের কাস্টমাইজড আরকাইভ সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্তির জন্য ১,৪২,৯৭৮ পৃষ্ঠা নথি (ইমেজ) স্ক্যান করা হয়েছে। অন্যদিকে জাতীয় গ্রন্থাগারের তথ্যসামগ্রীর দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ এবং অনলাইন তথ্য ও গবেষণা সেবাদানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু পুস্তক, গেজেট প্রভৃতি স্ক্যান করে সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থাগারের মোট ১,১৪,৫০১ পৃষ্ঠার গ্রন্থাগার সামগ্রী স্ক্যান করা হয়েছে ।

জাতীয় আরকাইভসের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম। জাতীয় গ্রন্থাগারের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম।

সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড

- বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১ প্রকাশ।
- জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি-২০১৯ প্রকাশ।
- রেকর্ড ও আরকাইভ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রকাশ।

এপিএ বাস্তবায়নের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রথম স্থানের পুরস্কার গ্রহণ।

মহাপরিচালক কর্তৃক জেলা রেকর্ড রুম পরিদর্শন

সময়সূচি

সকাল ০৯ টা হতে বিকাল ০৫ টা পর্যন্ত
রবিবার হতে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

যোগাযোগ

উপপরিচালক(আরকাইভস)	চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক
ফোন: ০২-৮১৮১২২৭	ফোন: ০২-৮১৮১৪৪৫
ফ্যাক্স: ০২-৮১৮১৬৮২	ফ্যাক্স: ০২-৮১৮১৪৪১

জাতীয় আরকাইভস ভবন

জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩২, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
ই-মেইল: dg@nanl.gov.bd, nanldirector@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.nanl.gov.bd

রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও সৃজনশীল প্রকাশনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দিক নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের সমন্বয়ে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণ, ভাষা, সাহিত্য এবং শিল্পসংস্কৃতি পরিপোষণের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর মূলত সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও চেতনাকেই সমুন্নত করে আসছে। ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও বিকাশে এ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

রূপকল্প

ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠন।

অভিলক্ষ্য

আইনগত রক্ষক হিসেবে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আরকাইভ ডকুমেন্টস ও যাবতীয় জ্ঞানসামগ্রীর স্থায়ী সুরক্ষা এবং তথ্য ও গবেষণা সেবাদানের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সচেতন জাতি গঠনে সহযোগিতা করা।

আরকাইভস কী

আরকাইভস হলো একটি স্থাপনা বা সংরক্ষণাগার যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি রেকর্ডস এবং অন্যান্য মূল্যবান ঐতিহাসিক নথিপত্র সুসংবদ্ধভাবে সুরক্ষিত থাকে।

আরকাইভস বিষয়ে সর্বজনীন ঘোষণা

আরকাইভস সিদ্ধান্ত, কাজ ও স্মৃতিকে ধারণ করে। আরকাইভস একটি অনন্য এবং অপ্রতিকল্পনীয় ঐতিহ্য, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহমান থাকে। আরকাইভস সৃষ্টিলগ্ন থেকে পরিচালিত হয় তার মুল্যবোধ ও মান সংরক্ষণের মাধ্যমে। আরকাইভস তথ্যের বিশ্বাসযোগ্য উৎস, যা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার ভিত্তি নির্মাণ করে। আরকাইভস ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্মৃতি রক্ষা ও সহায়তার মাধ্যমে সমাজ-উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখে। আরকাইভসে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার মানবসমাজ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করে, গণতন্ত্রকে সচল রাখে, নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা করে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে।

আরকাইভস সামগ্রী

আরকাইভ রেকর্ড বলতে প্রশাসনিক, আর্থিক, প্রামাণিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যসম্পন্ন:

নথি, পাণ্ডুলিপি, পত্রিকা, চিঠি, নিবন্ধন বহি, মানচিত্র, তালিকা (Chart), নকশা, আলোকচিত্র, দলিল;

হস্তে লিখিত, অঙ্কিত, ছাপানো, অন্য কোনো উপায়ে উপস্থাপিত এবং কোনো সরকারি অফিসের দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে প্রস্তুতকৃত সিনেমাটোগ্রাফ, ফিল্ম, রেকর্ডিং, টেপ, ডিস্ক বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত যেকোনো সামগ্রী;

প্রচারপত্র, সংবাদপত্র অথবা যান্ত্রিক বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে মুদ্রিত তথ্য সংবলিত কাগজপত্র, রাষ্ট্রীয় চুক্তি, সমঝোতা স্মারক, কমিশন রিপোর্ট ও বিশিষ্টজনের হাতে লেখা ডায়েরি প্রভৃতি আরকাইভ সামগ্রী।

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ২৫ বছরের পুরনো সরকারি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকা ৩০ বছরের পুরনো আরকাইভ গুণসম্পন্ন সামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সুরক্ষা প্রদান এবং জনসাধারণ/গবেষকদের সেবা প্রদান করে।

আরকাইভসের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস সকল আরকাইভ সামগ্রীর আইনগত হেফাজতকারী (Nodal Agency) এবং দেশের কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার (Central Repository)। আরকাইভস-

- ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক;
- অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে;
- ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করে;
- ইতিহাস চর্চার কেন্দ্রবিন্দু;
- জাতির ইতিহাসের দর্পণ;
- জাতিকে শেকড়ের সন্ধান দেয়;
- মৌলিক গবেষণার উৎস;
- ইতিহাস বিকৃতি রোধ করে;
- অতীতের যে কোনো বিষয়ে প্রাথমিক তথ্যের চাহিদা মেটায়;
- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে;
- সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

আইনগত ভিত্তি

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদ;
- বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১;
- Bengal Records Manual,1943;
- Rules of Business,1996;
- সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা।

■ জাতীয় আরকাইভস শুধুমাত্র 'এ' ও 'বি' শ্রেণীর স্থায়ী মূল্য সম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে।

জাতীয় আরকাইভসে আইন অনুযায়ী নথিপত্র প্রেরণ

সকল মন্ত্রণালয়, অধীন দপ্তর ও সংস্থাকে ২৫ বছরের পুরনো স্থায়ীমূল্য সম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডস, নথিপত্র, রাষ্ট্রীয় চুক্তি, কমিশন রিপোর্ট প্রভৃতি জাতীয় আরকাইভসে বাধ্যতামূলকভাবে হস্তান্তর করতে হবে। সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিশন ও কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করার তিন মাসের মধ্যে জাতীয় আরকাইভসে জমা প্রদান করবে।

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মৌলিক মুদ্রিত সম্পদ রাষ্ট্রের আইনবলে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তথ্যসেবা প্রদানকারী কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা। এটি বাংলাদেশের সৃজনশীল সকল প্রকাশনার ডিপোজিটরি লাইব্রেরি। আগ্রহী পাঠক ও গবেষকগণ জাতীয় গ্রন্থাগারে এসে প্রয়োজনীয় বিষয় পাঠ করেন বা তথ্য অনুসন্ধান করেন।

দেশের সৃজনশীল ও মৌলিক প্রকাশনা এবং সকল মুদ্রিত তথ্য ও জ্ঞানসামগ্রী, তথা পুস্তক, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, সংবাদপত্র, পাণ্ডুলিপি, ম্যাপ, ইলেকট্রনিক, কম্পিউটার ও মাইক্রোফিল্ম এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ধারণ ও প্রক্রিয়াজাত তথ্যসামগ্রী সংরক্ষণ, প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা প্রদান এবং জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করা বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ।

জাতীয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব

জাতীয় গ্রন্থাগার একটি দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মেধা-মনন মূল্যায়নের মাপকাঠি। জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীল প্রকাশনা ও সকল মুদ্রিত তথ্য/জ্ঞানসামগ্রীর স্থায়ী সংরক্ষণ এবং জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য। জাতীয় ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতার ধারক ও বাহক। তাই জাতীয় গ্রন্থাগারকে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিশ্ববিদ্যালয়। কেন্দ্রীয়ভাবে সর্ববৃহৎ তথ্যভাণ্ডার হিসেবে পাঠক ও গবেষকদের শেষ আশ্রয়স্থল। গবেষণার উন্নয়নে, সংস্কৃতির উৎকর্ষতায়, প্রযুক্তির বিকাশে এবং নাগরিকদের দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরে; সর্বোপরি টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণে তথ্যমূলক সহযোগিতা প্রদানে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম।

ISBN

জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকাশক ও লেখকগণের আবেদনের ভিত্তিতে ISBN (International Standard Book Number) বরাদ্দ প্রদান করে। ISBN হলো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কোড, যা দ্বারা কোনো একটি প্রকাশিত বইয়ের সুনির্দিষ্ট শিরোনামকে শনাক্ত করা যায়। বর্তমানে অনলাইনে (http://isbn.teletalk.com.bd) ১৩ ডিজিটের ISBN প্রদান করা হয়। লেখক ও প্রকাশকদের জন্য ISBN ফি ৫০ টাকা।

অনলাইন আইএসবিএন এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

কপিরাইট আইনে প্রকাশনা জমাদান

কপিরাইট আইন, ২০০০ এর ৬২(১) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রত্যেক পুস্তকের এক কপি প্রকাশের ষাট দিনের মধ্যে এবং ৬৩ ধারা অনুযায়ী সাময়িকী ও সংবাদপত্রের প্রতি সংখ্যার এক কপি প্রকাশিত হওয়া মাত্র নিজ খরচে জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা প্রদান করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ২০২১ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থাগারে ১০৩৫৭১ টি বই সংগ্রহ করা হয়েছে।

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি (National Bibliography)

দেশের অভ্যন্তরে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে বিদেশে প্রকাশিত প্রকাশনা সমূহের বিজ্ঞানসম্মত তালিকা হলো জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি। বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার এক পঞ্জিকা বছরে সংগৃহীত প্রকাশনার সমন্বয়ে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন ও প্রকাশ করে যা সঠিক বিষয় নির্ধারণ, যথাযথ শ্রেণিকরণ নম্বর ও ক্যাটালগ তৈরিতে, দেশের সামগ্রিক প্রকাশনার তথ্য প্রদানে এবং পুস্তক নির্বাচনে সহযোগিতা করে।

আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস

৯ জুন বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস। এ উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়। International Council on Archives (ICA) এর ঘোষণা অনুযায়ী ৯ থেকে ১৬ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয় 'Empowering Archives'। প্রতিবছর প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৫ দিনব্যাপী আরকাইভ সামগ্রী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক আরকাইভস দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার।

আরকাইভাল নথিপত্র হস্তান্তর।

আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ICA (International Council on Archives) এর 'এ' ক্যাটাগরির সদস্য। এছাড়া বাংলাদেশ SWARBICA (South West Asian Regional Branch of the International Council on Archives) এরও সদস্য। বর্তমানে বাংলাদেশ SWARBICA এর Secretary General এর দায়িত্ব পালন করছে।

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য:

i. International ISBN Agency
ii. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
iii. CDNLAO (Conference of Directors of National Libraries of Asia and Oceania)
iv. CDNL (Conference of Directors of National Libraries)

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস

৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। এ উপলক্ষ্যে প্রতিবছর নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালন।

জাতীয় আরকাইভসের সেবাসমূহ

জাতীয় গ্রন্থাগারের সেবাসমূহ

পেশাগত প্রশিক্ষণ

রেকর্ড ব্যবস্থাপনা এবং গ্রন্থাগার পেশায় নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এর আওতায় বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস কর্তৃক এ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রতি অর্থবছরে দু'টি ব্যাচে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নথি সৃষ্টিকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আরকাইভাল রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।